চরমপন্থিরা এখন পশ্চিমবঙ্গে

‘আমাদের অপরাধী বানানো হয়েছে মৃণালকে আমিই খুন করেছি’

একজন চরমপন্থি ক্যাডারের স্বীকারোক্তি

লিখেছেন **রবিউল আলম,** খুলনা থেকে

মৃণাল আন্ডার ওয়ার্ল্ডের কিংবদন্তি। দক্ষিণাঞ্চলে তৎপর নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান। ২১ হত্যাসহ ৬৫ মামলার দুর্ধর্ষ এই সন্ত্রাসী গত ২০ সেপ্টেম্বর রাতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ায় অস্ত্রধারীদের উপর্যুপরি গুলিতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালেও সাধারণ মানুষ এখনো তার মৃত্যুর বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারছে না। মূর্তিমান আতঙ্ক মৃণালকে কারা খুন করলো সে বিষয়েও গুজব কম ছড়াচ্ছে না। এরকম সন্দেহের দোদুল্যমানের পেছনে দৃশ্যমান কারণ হলো হত্যাকান্ডের আগে বা পরে মৃনালের ছবি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। কোনো মিডিয়ায় এখনো তার ছবি দেখা যাচ্ছে না। রহস্যেঘেরা মৃণালকে আজ পর্যন্ত কেউ দেখেছে এমন লোকও খুঁজে পাওয়া দায়। তার ২৩ বছরের সশস্ত্র জীবনে মাত্র ৪-৫ জন একান্ত বিশ্বস্ত ক্যাডার ছাড়া দলের ভেতরেও কেউ তাকে চেনে না। সার্বক্ষণিক অদৃশ্য এক শক্তির নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য হতো খুলনার ডুমুরিয়ার মানুষ, পুলিশ এবং দলের কর্মীরা। দুর্ধর্ষ এ সন্ত্রাসীকে ধরতে এ পর্যন্ত যতবার যৌথ অপারেশন, স্পাইডার ওয়েভ, র‌্যাব অভিযান চালিয়েছে, প্রতিবারই সুপার ফ্লপ হয়েছে। জামায়াত, বিএনপি, আওয়ামী লীগের গডফাদারদের শেল্টারে থেকে সে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। ডুমুরিয়া উপজেলা নির্বাচন, ১৪টি ইউনিয়নের ১৩ জন চেয়ারম্যানই তার প্রতিনিধিত্ব করতো। প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের কাছে আন্ডার ওয়ার্ল্ডের এই প্রতাপশালী মৃণাল এভাবেই কিংবদন্তি হয়ে ওঠে। তার মৃত্যুর পর পার্টির হাল ধরার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির এমন একজন শীর্ষ চরমপন্থি ক্যাডার সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে মৃণালকে সে নিজে খুন করেছে বলে স্বীকারোক্তি করেছে। খুলনার ডুমুরিয়ার জেলে পল্লীতে বেড়ে ওঠা এই ক্যাডার এখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনায় অবস্থান করছে। টেলিফোনে গত ২৬ সেপ্টেম্বর দুপুরে তার সঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে মৃণাল ও তার হত্যার রহস্য, নিজে শ্রমজীবী থেকে সন্ত্রাসী ক্যাডার হয়ে ওঠার কাহিনী, দল নিয়ে ভবিষ্যতে ভাবনা এবং সীমান্তের এপার-ওপারে সন্ত্রাসীদের অবস্থান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে।

- মৃণাল দেখতে কেমন?

‘বেঁটে। মাথায় টাক আছে। কিন্তু পার্টির সাধারণ নেতা-কর্মীরাও তার আসল চেহারা কখনো দেখেনি। তাদের সামনে গেরুয়া বসন, না হয় হুজুর সেজে বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে মুখোমুখি হতো। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সে এটা করে গেছে।’

- মৃণাল কি সত্যিই খুন হয়েছে?

‘হ্যাঁ। খুন হয়েছে। আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে সে খুন হয়েছে।

- কাদের হাতে খুন হয়েছে? শোনা যাচ্ছে হত্যাকান্ডের সঙ্গে আপনি জড়িত আছেন।

‘হ্যাঁ। আমি নিজেই হত্যা করেছি। আমার সঙ্গে আরো ১১ জন ছিল। তারাও গুলি চালায়।’

- মৃণাল তো আপনার দলের প্রধান। তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোকদের মধ্যে আপনি একজন। তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন কেন?

‘দেখুন, এখানে বিশ্বাসের কোনো দাম নেই। মৃণাল খুব বেশি সন্দেহপ্রবণ এবং ভয়ঙ্কর। ইদানীং তার সন্দেহের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিলো। তাকে হত্যা না করলে এখন হয়তো আপনার সঙ্গে আমার কথা বলা হতো না। আলমের মতোই আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিত।’

- আলমকে কে খুন করেছে?

‘আপনি বিশ্বাসের কথা বলছিলেন না? এই দেখুন, আলমও কিন্তু আমাদের দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিল। মৃণালের সঙ্গে আমার চেয়ে তার বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিলো। কিন্তু আলম নাকি দেশে ফিরে আত্মসমর্পণের কথা ভাবছিল। মৃণাল আমাকে ডেকে পাঠায় এবং বলে অপারেশন করতে। (আলম গত ৯ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসীদের গুলিতে ভারতের চব্বিশ পরগনায় নিহত হয়)।’

- তার মানে আলমকেও আপনিই হত্যা করেছেন?

‘আমি নই, আমরা। আর এটা হয় মৃণালের নির্দেশে।’

- পার্টি প্রধান মৃণাল, সেকেন্ড ইন কমান্ড আলমও নেই। পার্টির দায়িত্বে এখন কে আসছে? আপনি না অন্য কেউ?

‘জানি না। এখনো ঠিক হয়নি। তবে দলের লোকজন চাচ্ছে আমি আসি। কিন্তু আমি আত্মসমর্পণের কথা ভাবছি। জীবনটা এখন বড় দুর্বিষহ মনে হচ্ছে। এ পথ থেকে ফিরে যেতে চাই।’

- এর আগে ’৯৯ সালে আপনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন। অপরাধ জীবনে আবার ফিরে এলেন কেন?

‘এ লাইনে একবার এলে সহজে ফেরা যায় না। চেষ্টা করেছি ভালো হয়ে যাওয়ার। পারিনি। আবার চেষ্টা করছি, দেখি কতদূর হয়।’

- আপরাধচক্রে কিভাবে জড়িয়েছিলেন?

‘আমি জেলের ছেলে। মাছ মেরে শোলকুপা (ডুমুরিয়া) বাজারে বিক্রি করে সংসার চালাতাম। ভালোই কাটছিলো জীবন। ’৯৫ সালের কথা। তখন খুলনার দৌলতপুরে গাজী কামরুল, টাইগার খোকন বাহিনীর খুব দাপট ছিল। খুন, গুম, রাহাজানি, ডাকাতি এমন কিছু নেই যা তারা করতো না। টাইগার বাহিনী, গাজী বাহিনী আমাদের এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে হাঙ্গামা করতো, চাঁদাবাজি করতো, নির্যাতন করতো। বেশি করতো টাইগার বাহিনী। তারা আমাদের গ্রামের মা-বোনদের ধরে ইজ্জত নষ্ট করতো। কতজনকে এভাবে নষ্ট করেছে তার হিসাব নেই। চোখের সামনে এসব হলে আপনি কি সহ্য করতেন? এসব প্রতিবাদ করি। কখন যে ওদের মতই আমি ক্যাডার হয়ে গেলাম বুঝতে পারিনি। পরে মৃণালের সঙ্গে যোগ দিই। মৃণাল হিন্দু, আমিও হিন্দু। ভাবলাম জাতভাই। সে আমাকে বোঝালো এখানে থাকতে গেলে শক্তির দরকার। তার কথাই আমি বুঝলাম। পরে মৃণাল ও আমি দৌলতপুরে টাইগার বাহিনীর প্রতিপক্ষ গাজী কামরুল বাহিনীতে যোগ দিই।’

- আপনার উদ্দেশ্য ছিলো টাইগার বাহিনীর লোকদের ওপর প্রতিশোধ নেয়া।

‘হ্যাঁ। প্রতিশোধ নিয়েছি।’

- বিভিন্ন সময় পুলিশ অভিযান চালিয়েছে আপনাদের ধরতে। এ সময় আপনারা কোথায় থাকতেন?

‘পুলিশ ধরবে কেন? আপনি আমার সঙ্গে এখন কথা বলছেন। নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট করেছেন। তারপরও এখন আপনি সন্তুষ্ট। পুলিশও সব সময় সন্তুষ্ট থাকতো। মৃণালের টাকা খুলনার কোন পুলিশের পকেটে নেই, বলুন তো?

- পার্টিতে কত ক্যাডার আছে?

‘হিসাব নেই। অগণিত।’

- পার্টির অস্ত্রের সংখ্যা কত?

‘এ ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।’

- পার্টি সম্পর্কে বলুন। পার্টির এখন আদর্শ কি?

‘কোনো আদর্শ নেই। যে যার মতো চলছে।’

- আপনাদের চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী ক্যাডার বলা হয়। আপনার মন্তব্য কী?

‘এসব করলে তো বলবেই। তবে সবাই করে না।’

- কিছুক্ষণ আগে বললেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চান। কিন্তু নিজেই স্বীকার করছেন দুটি হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা। সরকার কি আপনাকে সে সুযোগ দেবে?

‘দেবে না কেন? সরকারি দলের কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা হয়েছে। সেভাবেই তো আমি কাজ করছি।’

- কাদের সঙ্গে কথা হয়েছে?

‘বলা যাবে না।’

- রাজনৈতিক নেতা বা প্রশাসনের সঙ্গে কি কোনো চুক্তি হয়েছে যে, মৃণালকে মেরে দিলে আপনাকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেবে?

'চুক্তি না, কথা হয়েছে।'

- ভারতে এখন কতজন আছেন?

'আমরা ১২ জন ছিলাম। গতকাল ৪ জনকে পাঠিয়ে দিয়েছি দেশে। আমি হয়তো চলে যাবো অল্প সময়ের মধ্যে। এখানে পরিস্থিতি ভালো মনে হচ্ছে না।'

- সীমান্তে বিডিআর, বিএসএফ কড়া নজরদারি করছে। আপনাদের এই আসা-যাওয়া সমস্যা হচ্ছে না?

'সমস্যা তো হবেই। কিন্তু আমাদের কাছে এটা কোনো ব্যাপার না। সবকিছুই ম্যানেজ করে চলতে হচ্ছে।

নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির ঐ ক্যাডার এ পর্যন্ত কথা বলে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সময় ভালো হলে পরে কথা হবে বলেই লাইনটা কেটে দেন। তার আগে দ্বিতীয়বারের মতো মনে করিয়ে দেন, কোনো মতেই যেন তার নাম প্রকাশ না করা হয়।

নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির এক কর্মী, খুলনার ডুমুরিয়ার বাসিন্দা সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, পার্টির মূল শক্তি হিসেবে মৃণালের সঙ্গে কাজ করতো শৈলেন, আলমগীর, কবির, দেবু, আনিস, প্রশান্ত ও প্রো। পার্টির রয়েছে ১৮৫০-এর ওপর কর্মী বাহিনী। ক্যাডার সংখ্যা দেড় শতাধিক। এসব অস্ত্র নিয়ে ক্যাডাররা যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা অঞ্চলে চাঁদাবাজি, ঘের দখল করে আসছে দীর্ঘ দু'যুগ ধরে। সব ধরনের ঝড়-ঝাপটা উপেক্ষা করে শৈলেন এক সময় হয়ে ওঠে মৃণালের সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন। পার্টি প্রধান মৃণাল, সেকেন্ড ইন কমান্ড আলমগীর কবির ওরফে আলমের অনুপস্থিতিতে নিয়ম অনুযায়ী এখন শৈলেন নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান। পার্টির শত শত ক্যাডার চাইছে শৈলেনকে সামনে রেখে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে। শৈলেনের পুরো নাম শৈলেন্দ্রনাথ বাড়ৈ। ডুমুরিয়ার শালুয়া গ্রামে একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে তার জন্ম। ১৯৯৫ সালে সে প্রথম অপরাধ জগতে পা বাড়ায়। '৯৯ সালের ২ জুলাই খুলনার তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিমের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে। জামিনে মুক্ত হয়ে সে মৃণালের দীক্ষণ হস্ত হিসেবে কাজ শুরু করে। তার নেতা মৃণাল বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান বরুণের হাত ধরে '৮০-র দশকে অপরাধ জগতে প্রবেশ করে। '৯৮ সালে মৃণালের অপ্রতিরোধ্য চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে বরুণের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধে। এ সময় মৃণাল শৈলেনসহ তার বিশ্বস্তদের নিয়ে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে ডুমুরিয়ায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। বরুণ এ বছর ১১ ফেব্রুয়ারি ভারতে মৃণালের হাতে খুন হয়। মৃণালের সেকেন্ড ইন কমান্ড আলমগীর কবির গত ৯ সেপ্টেম্বর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনায় মৃণালের নির্দেশে খুন হয়। আর রহস্যঘেরা মৃণাল গত ২০ সেপ্টেম্বর ভারতের নদীয়ায় খুন হয় তার দলীয় ক্যাডারের হাতে।

মূর্তিমান আতঙ্ক মৃণালকে কারা খুন করলো সে বিষয়েও গুজব কম ছড়াচ্ছে না। এরকম সন্দেহের দোদুল্যমানের পেছনে দৃশ্যমান কারণ হলো হত্যাকান্ডের আগে বা পরে মৃনালের ছবি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। কোনো মিডিয়ায় এখনো তার ছবি দেখা যাচ্ছে না। রহস্যেঘেরা মৃণালকে আজ পর্যন্ত কেউ দেখেছে এমন লোকও খুঁজে পাওয়া দায়

হত্যাকান্ডের দু'দিন আগে ডুমুরিয়া থেকে ক্লিংমিশন গিয়ে এ হত্যাকান্ড ঘটায়। পার্টির সামরিক প্রধান শৈলেন এখন ভারতে অবস্থান করছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কেবল শৈলেন নয়, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক শীর্ষ চরমপন্থি সন্ত্রাসী এখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরে আত্মগোপন করেছে। বছর পাঁচেক আগে থেকে দেশে পুলিশের চাপের মুখে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা কলকাতায় অবস্থান নিয়ে আসছে। ২০০০ সালের ১০ জুন কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের উত্তরা কটেজ থেকে ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমন ও তার স্ত্রী লিনা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলে বিষয়টি প্রথম প্রকাশ পায়। এই শীর্ষ সন্ত্রাসীর একজন লিয়াকত গত বছর কলকাতায় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার হয়। তবে অতীতের যে কোনো সময় অপেক্ষা এখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের শীর্ষ সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, খুলনা নগরীর ত্রাস পাখি মৃণালের সঙ্গে ভারতে যায়। শৈলেন তার উপদেষ্টা রণজিত সরদার, ক্যাডার স্বপন, আজু ফকির, মফিজ সানা, মজিদ গাজী, নজু হাওলাদার, বিপ্র দাস, জিয়া সানা, সনজিত মওলা, দেবাশীষ, আশিষ, লোপেষ, বিশু, ইন্দ্রজিত, কিশোর বৈরাগী, শ্যামল বৈরাগী, শঙ্কর, শিবু রায়, হরিদাশ, দীপক চন্দ্র, সুনীল, সৌমিত্র, পল্টু, মনতোষ, অনিষ, সুজিত, শামীম, প্রদীপ, নিখিল, কালাম, প্রো, মিন্টু খান, লিটুর দেহরক্ষী কানা বাবু এখন ভারতে। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির শীর্ষ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের তৈয়েব বাহিনীর তৈয়েব, কাশেম, সুনীল, বাকেরও র‍্যাবের অভিযানের মুখে কলকাতায় আত্মগোপন করে আছে বলে সূত্র জানায়।

কলকাতায় চিকিৎসার জন্য যাওয়া দক্ষিণাঞ্চলের একজন প্রবীণ সাংবাদিক ফোনে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, দক্ষিণাঞ্চল ছাড়া চট্টগ্রামের কিছু চিহ্নিত সন্ত্রাসী কলকাতায় এসেছে বলে জানা গেছে। এসব সন্ত্রাসী সাতক্ষীরার ভোমরা সীমান্ত পয়েন্ট, যশোরের বেনাপোল, দৌলতপুর, সাদিপুর, বড় ও ছোট চাঁচড়া, কাশীপুর সীমান্ত পয়েন্ট ব্যবহার করছে। কয়েক দিন আগে বন্যার কারণে যশোর-কুষ্টিয়ার ১৫০ কিলোমিটার সীমান্ত অরক্ষিত হয়ে পড়ে। জানা গেছে, শীর্ষ সন্ত্রাসীরা কলকাতা ছাড়া স্বরূপনগর, বশিরহাট, বারাসাত, মসলন্দপুর, শান্তিপুর, বহরামপুর, জলঙ্গি, বাসপুর, তেহট্টা, রানাঘাট, বনগাঁও, বশিরহাট, সন্দেশখালী, তেঁতুলিয়া, গোপলানগরসহ চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে আত্মগোপন করেছে। খুলনার পুলিশ সুপার মোঃ হাবিবুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, র‍্যাবের অব্যাহত অভিযানে ক্রসফায়ারে বাঘা বাঘা সন্ত্রাসীরা নিহত হওয়ার ঘটনায় আন্ডার ওয়ার্ল্ডসহ সব সন্ত্রাসীর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। তারা এখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। কিছু সন্ত্রাসী সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ওপারে আত্মগোপন করেছে বলে খবর পাচ্ছি। বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি কিভাবে এর সমাধান করা যায়। জানা গেছে, র‍্যাব হেফাজতে ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হান্নান নিহত হওয়ার পর আন্ডার ওয়ার্ল্ডে র‍্যাবভীতির সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গত ৪ মাসে র‍্যাব ও যৌথ বাহিনীর ক্রসফায়ারে ২০ জন শীর্ষ সন্ত্রাসী নিহত হলে এ এলাকার সন্ত্রাসীদের ভারতীয় ভূখন্ডে আত্মগোপনের হার বেড়ে যায়।

ভারতীয় ভূখন্ডে বাংলাদেশের শীর্ষ সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি এবং হত্যাকান্ডের ঘটনা দুটিই বড় ধরনের নিরাপত্তা ব্যর্থতার ইঙ্গিত বহন করছে। ভারতের বহির্বিশ্ব গোয়েন্দা বিভাগ বিবিসিকে জানায়, ভারতের মাটিতে ভিনদেশী সন্ত্রাসীদের উপস্থিতিতে পরপর দুটি হত্যাকান্ড ঘটলো। অথচ পুলিশ কিছুই জানলো না, বিষয়টি উদ্বেগের। কিন্তু ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে সে দেশের দৈনিক হিন্দুস্থান টাইমস গত ২২ সেপ্টেম্বর দাবি করে, গত সপ্তাহে ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশী শীর্ষ সন্ত্রাসী নির্মূলে বাংলা-ভারত যৌথ নিরাপত্তা বাহিনীর প্রথম অভিযানে মৃণাল নিহত হয়েছে। এখন আমরা চাই ঢাকা আমাদের প্রতি একটাই মনোভাব প্রদর্শন করুক। নয়াদিল্লির পূর্ণ বিশ্বাস বাংলাদেশে ভারতবিরোধী যে ১৯৫টি জঙ্গি সন্ত্রাসী ক্যাম্প রয়েছে, সেগুলো নির্মূলের পদক্ষেপ নেবে, প্রতিদান দেবে। এরকম দাবির মুহূর্তে মৃণাল হত্যাকান্ড সম্পর্কে তার দলের ক্যাডারের স্বীকারোক্তি হিন্দুস্থান টাইমসের ঐ দাবি অযৌক্তিক প্রমাণিত হলো। ডিআইজি (খুলনা) এমএ আজিজ এ ব্যাপারে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, মৃণাল সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হয়েছে বলে জেনেছি। দু'দেশের কোনো যৌথ বাহিনীর হাতে খুন হয়েছে কি না বলতে পারবো না। বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। ভারতীয় মিডিয়া ক্যুতে যাই হোক না কেন, সীমান্ত ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ে এখন দু'দেশের সরকার উদ্বিগ্ন।